বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কারণ এ দু'টি প্রথমে একটিই উপভাষা ছিল। পরে উত্তরবঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গালীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায়, উত্তরবঙ্গের ভাষার কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) বরেন্দ্রীর স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়ীরই মতো। অনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে।

(খ) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি, অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন—ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—বাঘ্ > বাগ্)।

(গ) রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অতখানি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না।

(ঘ) বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রীতে জ্ [ǰ] প্রায়ই জ্ [z]-রূপে উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে যেখানে 'র্' থাকার কথা নয় সেখানে 'র্'-এর আগম হয় (যেমন—আম > রাম), আবার যেখানে 'র্' থাকার কথা সেখানে 'র্' লোপ পায় (যেমন রস > অস)। ফলে 'আমের রস' উত্তরবঙ্গের উচ্চারণে দাঁড়ায় 'রামের অস'।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনো-কখনো '-ত' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—ঘরত (=ঘরে)।

(খ) সামান্য অতীতকালে উত্তম পুরুষে '-লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—খেলাম।

বরেন্দ্রী উপভাষার নিদর্শন ঃ

মালদহ ঃ "য়্যাক্ খোন্ মানুসের দুটা ব্যাটা আছ্লো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপ্নার বাবাক্ কহ্লে, বাব ধন্-করির যে হিস্যা হামি

Scanned with CamScanner

পামু. সে হামাক্ দে। তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাঁটা দিলে।"[১০]

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বেশী, কারণ কামরূপী হল উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা এবং বরেন্দ্রী হল উত্তরবঙ্গের উপভাষা, সুতরাং দু'য়ের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য আছে। কিন্তু কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য খুবই কম, কারণ বরেন্দ্রী মূলত রাঢ়ীর একটি বিভাগ। বরং কামরূপীর সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী বঙ্গালীর। কামরূপী হল কামরূপের (আসামের) নিকটবর্তী বঙ্গালীরই রূপান্তর।

(ক) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে (যেমন—ধরিল, ভরা), মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—সমঝা-সমঝি > সম্‌জা-সম্‌জি)।

(খ) বঙ্গালীর মতো কামরূপীতেও 'ড়্' হয়েছে 'র্' এবং 'ঢ়' হয়েছে 'র্হ্'। কিন্তু এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। কুচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' অপরিবর্তিতই আছে। যেমন—বাড়ির।[১১]

(গ) চ্ জ্, স্ / শ্ [ʧ ʤ ʃ/s] হয়েছে যথাক্রমে ৎস্, জ্, হ্ [ʦ z h], কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র দেখা যায় না। গোয়ালপাড়া-রংপুরের উচ্চারণে 'স্' রক্ষিত আছে। যেমন—সতেরো > সাতির, সমঝাবার > সমজেবার। দিনাজপুরে 'চ্' অপরিবর্তিত। যেমন—বাচ্চা।[১২]

(ঘ) রাঢ়ীতে যেমন সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে কামরূপীতে তেমন নয়, কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে এবং অন্তেও পড়ে।

(ঙ) 'ও' কখনো-কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কোন্ > কুন্, তোমার > তুমার। তবে এই প্রবণতা সর্বত্র সুলভ নয়। যেমন—কোচবিহার, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে 'কোন' উচ্চারণই প্রচলিত।

১০। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Part I, Delhi, 1968, p. 130.

১১। দাশ, ডঃ নির্মল ঃ 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ', ১৯৮৪, পৃঃ ১৭।

১২। তদেব।

Scanned with CamScanner

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে '-নু' এবং প্রথম পুরুষে '-ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—সেবা কন্নু (সেবা করলাম), কহিল (বলল), ধরিল (ধরল)।

(খ) উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম হল—'মুই', 'হাম'।

(গ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন—পাছত, পাছৎ (পশ্চাতে)।

(ঘ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হল—'-র', 'ক'। যেমন—বাপোক (বাপের), ছাগলের।

(ঙ) গৌণ কর্মের বিভক্তি হল '-ক'। যেমন—বাপক্ (=বাপকে), হামাক্ (আমাকে)।

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার নিদর্শন :

কোচবিহার—"এক জনা মানুসির্ দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল্, 'বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন।" তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল্।"[৭৩]

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :[৭৪]

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—চাঁ, হইঁছে, উঁট, আঁটা।

(খ) 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতাও ব্যাপক। যেমন—লোক>লক, চোর>চর।

(গ) অপিনিহিত ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ থেকে যায়, তার লোপ বা অভিশ্রুতিজনিত পরিবর্তন হয় না। যেমন—সন্ধ্যা>সাঁইঝ>সাঁইঝ, কালি>কাইল>কাঁইল, রাতি>রাইত>রাইত।

৭৩। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India*, Vol. V. Part I, Delhi. 1968, p. 188.

৭৪। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। দ্রষ্টব্য : (ক) 'ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা' (১৯৭৯) এবং 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা' (১৯৮৩)।

Scanned with CamScanner

(ঘ) অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—দূর > ধূর, পতাকা > ফত্‌কা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতে ছিল। এই রীতি অনুসারে বাংলাতেও নিমিত্তার্থে ব্যবহৃত বিভক্তিকে যদি চতুর্থী বিভক্তি বলি তবে বলতে পারি এই বিভক্তি '-কে' ঝাড়খণ্ডীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—বেলা যে পড়ে এল জলকে (জলের নিমিত্ত=জল আনতে) চল।

রাঢ়ীতে এসব ক্ষেত্রে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না, অনুসর্গ (জন্যে, নিমিত্ত, হেতু) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(খ) নামধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর আরো একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—এবার শীতে ভারি জাড়াবে (নামধাতু 'জাড়')। 'হমর ঘরে চর সাঁদাইছিল' (সিঁধিয়েছিল)।

(গ) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন—যাবেক নাই ?

(ঘ) যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার কোথাও-কোথাও দেখা যায়। যেমন—করি বটে।

(ঙ) সম্বন্ধপদে ও অধিকরণে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন—সম্বন্ধ :—'ঘাটশিলা (ঘাটশিলার) শাড়ী কুনি (কুনির) মনে নাই লাগে।' অধিকরন :—'রাইত (রাতে) ছিলি ঘাটশিলা টাঁইড়ে'।

(চ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল -নু, -লে, -রু। 'মায়ের লে মাউসীর দরদ' (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)।

(ছ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-কে'। আইজ রাইতকে ভারি জাড়াবে।

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য :

নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—চুনটুকু কেনে নাই দিলি (চুনটুকু কেন দিলি না ?)।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার নিদর্শন :

মানভূম—"এক লোকের দুটা বেটা ছিল ; তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপ্‌কে বলেক, 'বাপ্‌ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্যা আমি পাব তা আমাকে দাও।' এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্যা তাকে দিলেক।"[৭৫]

৭৫। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India*. Vol. V., Part I, Delhi, 1968, p. 72.

Scanned with CamScanner